since 1993

দিশাবার্তা

ত্রৈমাসিক মুখপত্র

১১তম বর্ষ, সংখ্যা ৫২, জানুয়ারি - মার্চ ২০২৫

সম্পাদকীয়

প্রিয় পাঠক, ডেভেলোপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ ফর সোশাল এডভান্সমেন্ট (দিশা) একটি বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ১৯৯৩ ইং সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে বর্তমানে দেশের ২৪টি জেলায় ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্মসূচি, আলোঘর পাঠাগার ও তথ্যকেন্দ্র, ডেইরি ও লাইভস্টক উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ণে হস্তশিল্প প্রশিক্ষণ, বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী, মাধ্যমিক পর্যায়ের মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষাবৃত্তি প্রদান, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের মেধাবী ও অস্বচ্ছল নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের জন্য এমআরএ-এমএফআই বিশেষ উচ্চশিক্ষাবৃত্তি প্রদান, ক্ষুদ্র অর্থায়ন কর্মসূচির আওতাধীন সদস্যদের জন্য চিকিৎসা সহায়তা প্রদান, যুবাদের জন্য পেশাগত কারিগরী দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশের অনগ্রসর ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে।

সামগ্রিকভাবে বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি একটি চরম অস্থিতিশীলতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। ফেব্রুয়ারি ২০২২ থেকে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর থেকেই বিশ্বে অর্থনৈতিক মন্দা শুরু। ডোনাল্ড ট্রাম্প ২য় বার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর তিনি সাড়া বিশ্বব্যাপী ইউএসএইড এর কার্যক্রম বন্ধ করে দিয়েছেন। যার ফলে হাজার হাজার কর্মী চাকরি হারিয়েছে এবং বালাংদেশসহ সমগ্র বিশ্বের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বন্ধ হয়েছে। যা কোন ভাবেই কাম্য ছিল না। যুক্তরাষ্ট্রে সকল আমদানি পণ্যের উপর মার্কিন সরকার শুল্ক বৃদ্ধি করায় বিশ্ব অর্থনীতিতে চরম নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে ইসরায়েল কর্তৃক ফিলিস্তিন জনগণের প্রতি আক্রমণের ফলে এক মর্মান্তিক মানবিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়েছে। গত ১৮ মাসের যুদ্ধে এ পর্যন্ত প্রায় ৬১,৭০০ মানুষ নিহত এবং প্রায় ১১৭,৬০০ জন আহত হয়েছে। দেখা দিয়েছে খাদ্য, চিকিৎসা, বাসস্থানের চরম সংকট। আমরা চাই এসকল অমানবিকতার অবসান হোক। শান্তি ও সাম্য ফিরে আসুক সমগ্র বিশ্বে।

অর্থ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ এর আলোঘর প্রকাশনার একুশে বইমেলা-২০২৫ এর স্টল পরিদর্শন

অমর একুশে বইমেলা ২০২৫, আলোঘর প্রকাশনার স্টল পরিদর্শন করেন বর্তমান অন্তবর্তীকালীন সরকারের অর্থ ও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ, ড. সেলিম জাহান, প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ও দিশার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী জনাব মোঃ সহিদ উল্লাহ এবং দিশার প্রধান কার্যালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫; অমর একুশে বইমেলায় আলোঘর প্রকাশনার স্টল পরিদর্শন করেন বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অর্থ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ, ড. সেলিম জাহান এবং দিশা'র প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী জনাব মো. সহিদ উল্লাহ। ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ তার লেখা "উন্নয়ন ভাবনা" বইয়ের বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের সাথে কথা বলেন এবং উপস্থিত বিশিষ্টজনরা আলোঘর প্রকাশনা কর্তৃক প্রকাশিত বই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এ সময় দিশার প্রধান কার্যালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ভিতরের পাতায়

রেজিলিয়েন্স এ্যান্টারপ্রেনারশীপ এন্ড লাইভলীহুড ইমপ্রুভমেন্ট (আরইএলআই)-১২এর ব্যাচের প্রশিক্ষণার্থীদের সনদ বিতরণ অনুষ্ঠান এবং (পিপিআরসি) এর নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. হোসেন জিল্লুর রহমান এর সাথে সাক্ষাৎ করেন দিশা'র প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী- পৃ: ০২-০৩

১৯৫তম কার্যনির্বাহী পরিষদ সভা অনুষ্ঠিত- পৃ: ৪

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এর অতিরিক্ত পরিচালক (উপসচিব) এর দিশা'র বিভিন্ন প্রকল্প পরিদর্শন -পৃ: ০৫

মাতৃভূমি ডেইরি ফুডস্ লিমিটেড (এমডিএফএল) এর ৪৭তম বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত-পৃ: ০৬

লাকসাম শাখার প্রতিবেদন- পৃ: ০৭

ক্ষুদ্রঋণ-পৃ: - ০৮

এডোপশন(WCAD) প্রকল্প ও দিশা'য় সফল ক্যারিয়ার-পৃ: ০৯

তারুণ্যের উৎসব ২০২৫ এনজিও মেলায় দিশা'র অংশগ্রহণ-পৃ: ১০

দিশা চান্দিনা শাখায় ২২ জন স্নাতক (সম্মান)'র শিক্ষার্থীর একাডেমিক ইন্টার্নশীপ গ্রহন-পৃ: ১১

আলোঘর প্রকাশনার জোন ভিত্তিক স্কুল-কলেজ এ আয়োজিত ভ্রাম্যমান বইমেলা- পৃ: ১৩

এমআরএ-এমএফআই উচ্চ শিক্ষাবৃত্তি প্রদান ও শিক্ষার্থীদের তালিকা-পৃ: ১২

দিশা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (ডিটিসি) সংবাদ-পৃ: ১৪

স্বাস্থ্য বিষয়ক : কোন ধরনের মানসিক সমস্যায় মেডিটেশন-পৃ: ১৫

ক্যারিয়ার : নতুন চাকরিতে ১০টি ভুল এড়িয়ে চলুন-পৃ: ১৬

আলোঘর প্রকাশনা'র নতুন বইসমূহ-পৃ: ১৭

মাতৃভূমি মিষ্টি-পৃ: ১৮

দিশা ইনস্টিটিউট অব সাইন্স এ্যান্ড টেকনোলজি (ডিআইএসটি) -পৃ: ১৯

since 1993
দিশাবার্তা ত্রৈমাসিক মুখপত্র
১১তম বর্ষ, সংখ্যা ৫২, জানুয়ারি - মার্চ ২০২৫

রেজিলিয়েন্স এ্যান্টারপ্রেনারশীপ এন্ড লাইভলীহুড ইমপ্রুভমেন্ট (আরইএলআই) প্রজেক্ট ব্যাচ-আরইএলআই-১২ এর প্রশিক্ষণার্থীদের সনদ বিতরণ অনুষ্ঠান

৩ মার্চ ২০২৫; দিশা ইনস্টিটিউ অফ সাইন্স এ্যান্ড টেকনোলজি (ডিআইএসটি)'র SDF রেজিলিয়েন্স এ্যান্টারপ্রেনারশীপ এন্ড লাইভলীহুড ইমপ্রুভমেন্ট (আরইএলআই) ১২তম ব্যাচের সনদ বিতরণ অনুষ্ঠান ডিটিসি বলাকা কনফারেন্স হল, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মো. সহিদ উল্লাহ্, প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী, দিশা। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব ড. মুহাম্মদ আব্দুল মজিদ, চেয়ারম্যান এসডিএফ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো. নূরুল আমিন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসডিএফ। এছাড়াও এসডিএফ থেকে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো. শরফুদ্দিন, জেলা কর্মকর্তা (মাগুরা)। দিশা প্রধান কার্যালয় এবং ডিআইএসটি থেকে উপস্থিত ছিলেন জনাব মো. ফরহাদ হোসেন, পরিচালক (মানবসম্পদ ও প্রশাসন), জনাব গৌতম বিশ্বাস, সিনিয়র কো-অর্ডিনেটর (প্রশিক্ষণ ও কর্মসূচি উন্নয়ন), জনাব মো. রাকিবুল হাসান, ম্যানেজার (আলোঘর), জনাব মো. আতিয়ার রহমান, প্রিন্সিপাল (ডিআইএসটি), জনাব মো. হামিদুল হক, উপাধ্যক্ষ (ডিআইএসটি) এবং ডিআইএসটি'র সকল কর্মকর্তা, প্রশিক্ষক, কর্মচারী ও আরইএলআই ১২তম ব্যাচের বিদায়ী প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ। অনুষ্ঠানে মোট ৮৫ জন প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদ বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ডিআইএসটি'র অধ্যক্ষ, জনাব মো. আতিয়ার রহমান। তিনি অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে ডিআইএসটি সম্পর্কে এক পরিসংখ্যানমূলক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, আরইএলআই-১২তম ব্যাচে মোট ৮৫ জন প্রশিক্ষণার্থী গত ২৬ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে প্রায় আড়াই মাসব্যাপী ডিআইএসটি'তে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তার মধ্যে রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং (আরএসি) ট্রেডে ৫০ জন এবং ইকেট্রিক্যাল ইনস্টলেশন এন্ড মেইনটেনেন্স (ইআইএম) ট্রেডে ৩৫ জন প্রশিক্ষণার্থী ছিল। প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, সততা, নিষ্ঠা, এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে পরিশ্রম করলে সাফল্য একদিন আসবেই। আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হতে হলে পরিশ্রম করতেই হবে।

এরপর প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্য থেকে দুইজন প্রশিক্ষণার্থী যথাক্রমে জনাব মো. আলী হোসেন এবং জনাব মিলন রায় তাদের অনুভূতি ব্যক্ত করেন। তারা ডিআইএসটি'র প্রশিক্ষণ মান, থাকা-খাওয়া ব্যবস্থা ইত্যাদির প্রশংসা করেন। তারা বলেন, প্রশিক্ষকগণ অত্যন্ত যত্নসহকারে প্রশিক্ষণ প্রদান করছেন। বর্তমানে তারা যেকোন প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে সক্ষম। পরিশেষে ডিআইএসটি'র উন্নতি ও সমৃদ্ধি কামনা করে তাদের বক্তব্য শেষ করেন।

অতিথি জনাব মো. শরফুদ্দিন সাগর বক্তব্যের শুরুতেই উপস্থিত সকল অতিথি এবং প্রশিক্ষণার্থীদের অভিনন্দন

প্রশিক্ষণার্থীর মাঝে সনদ বিতরণ করেন প্রধান অতিথি ড. মুহাম্মদ আব্দুল মজিদ, চেয়ারম্যান, এসডিএফ (বাম থেকে তৃতীয়), পাশে আছেন জনাব মো. সহিদ উল্লাহ, প্রধান নির্বাহী, দিশা (বাম থেকে দ্বিতীয়), জনাব মো. আতিয়ার রহমান, অধ্যক্ষ (ডিআইএসটি), (বাম থেকে প্রথম); জনাব মো. নূরুল আমিন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসডিএফ (ডান থেকে দ্বিতীয়); জনাব মো. ফরহাদ হোসেন, পরিচালক (মানবসম্পদ ও প্রশাসন), দিশা (ডান থেকে প্রথম)।

এসডিএফ আরইএলআই ১২তম ব্যাচের প্রশিক্ষণার্থীদের তথ্যঃ

ট্রেডের নাম	প্রশিক্ষণার্থী সংখ্যা	প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে	অ্যাসেসমেন্টে অংশগ্রহণকারী
আরএসি	৫০	৫০	৪৮
ইআইএম	৩৫	৩৫	৩৪
মোট :	৮৫	৮৫	৮২

এবং শুভেচ্ছা জানান। তিনি বলেন, এসডিএফ এর আরইএলআই প্রজেক্ট আপনাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছে শুধুমাত্র আপনারা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে চাকুরী করবেন এবং জীবন মানের উন্নতি করবেন। প্রশিক্ষণার্থীদেরকে ট্রেডভিত্তিক জব দিলেই চাকুরী থেকে ড্রপ আউট হবে না এবং প্রশিক্ষণ শেষ হওয়ার সাথে সাথেই তারা চাকুরীতে যাবে, এ বিষয়ের প্রতি ডিআইএসটি'র নজর দিতে অনুরোধ করেন। পরিশেষে আবারও সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে তার বক্তব্য শেষ করেন।

অতিথি ড. মো. শহিদুল ইসলাম বক্তব্যের শুরুতেই উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানান এবং যুব ভাইদের প্রতি অনুরোধ করেন- কেউ যদি বেকার না থাকে এবং চেষ্টা থাকবে একটি পরিবারে একটি যুব চাকুরী পাওয়া যেন চাকুরী করে উন্নতি করে দেখিয়ে দিতে পারেন। তিনি অনুরোধ করেন, চাকুরী করার এবং অভিজ্ঞতা অর্জন করে নিজেরা উদ্যোক্তা হয়ে অন্যদেরকে চাকুরী দেয়ার।

জনাব মো. ফরহাদ হোসেন, পরিচালক (মানবসম্পদ এবং প্রশাসন, দিশা) বলেন, এসডিএফ এর এই প্রকল্পটি উদ্দেশ্য হলো দক্ষ জনবল তৈরী করা। কোন পরিবারে দক্ষ যুব থাকলে, সে চাকুরী করলে বা উদ্যোক্তা হলে ঐ পরিবার স্বাবলম্বী হবে। সে রাষ্ট্রীয় উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারবে, এটাই রাষ্ট্রের উন্নয়ন। তিনি এসডিএফ কর্তৃপক্ষের প্রতি অনুরোধ করেন যে, ডিআইএসটি যদি অন্যান্য ট্রেনিং সেন্টার থেকে ভালো করে থাকে তাহলে ভবিষ্যতে আরও প্রশিক্ষণার্থী প্রদান করে এসডিএফ এর সাথে ডিআইএসটি'র যে সম্পর্ক হয়েছে তা এগিয়ে নিয়ে যেতে ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখতে সচেষ্ট হবেন।

অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি এসডিএফ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. নূরুল আমিন সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে তার বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বলেন, রেজাল্ট আরো ভালো করা উচিত। প্রশিক্ষণার্থীর পুনরায় রি-অ্যাসেসমেন্টের ব্যবস্থা আছে কিনা? তিনি আরও বলেন, যে সকল প্রশিক্ষণার্থী অকৃতকার্য হয়েছে তার কারণ খুঁজে বের করে তাদেরকে জানানোর অনুরোধ করেন। তিনি প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমরা এখানে প্রশিক্ষণ নিয়ে দক্ষ হবে এবং চাকুরী করে স্বাবলম্বী হবে। তোমরা এনএসসি লেভেল-১ অথবা ২ করেছো আরও লেভেল আছে ৩, ৪, ৫ ইত্যাদি তোমাদেরকে সম্পন্ন করতে হবে।

তোমাদের লেখাপড়ার সুযোগ আছে। এই সুযোগ কাজে লাগাতে হবে। তোমাদেরকে চাকুরীই করতে হবে বিষয়টি এমন নয়, তোমরা ইচ্ছা করলে উদ্যোক্তাও হতে পারো। আমরাও তোমাদেরকে সাহায্য করবো। শর্ত হলো, যে কাজটি করবে তা অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে করবে। তোমরা যেখানেই কাজ করো না কেন তোমাদের আচার-আচরণ যেন ভালো হয়। মনোযোগ দিয়ে কাজ করলে জীবনে সাফল্য আসবেই। তোমাদের সমৃদ্ধি কামনা করছি, এই বলে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন। এসডিএফ চেয়ারম্যন প্রধান অতিথি জনাব ড. মুহাম্মদ আব্দুল মজিদ, বক্তব্যের শুরুতেই তিনি সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানান। প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে, পবিত্র মাহে রমজান শুভেচ্ছা প্রদান করেন। প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমরা যে কোম্পানীতেই চাকুরী কর না কেন ঐ কোম্পানীর আর্থিক উন্নয়নের জন্য সদা সচেষ্ট থাকবে। তাহলে একদিন নিজেরও উন্নয়ন হবে। তোমাদের পিছনে এসডিএফ যে টাকা খরচ করছ তা বিশ্ব ব্যাংক থেকে সুদে ঋণ করে আনা। সুতরাং প্রতিটি টাকা যেন কাজে আসে সে দিকে খেয়াল রাখবে। তোমরা ভালোভাবে ট্রেনিং নিয়ে চাকুরী করে নিজের জীবনের উন্নতি করতে পারলেই সরকারের তথা এসডিএফ এর এই উদ্যোগ সাফল্য লাভ করবে।

অনুষ্ঠানের সভাপতি মহোদয় জনাব মো. সহিদ উল্লাহ, প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী, দিশা, সকলকে ধন্যবাদ জানান এবং তিনি বলেন, আমরা অত্যন্ত দায়িত্বের সাথে এসডিএফের এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের চেষ্টা করে যাচ্ছি কারন এখানে রাষ্ট্রের অর্থ ব্যয় হচ্ছে। প্রশিক্ষণের বাইরে প্রজেক্ট বাস্তবায়নের জন্য আরো অনেক টাকা খরচ হচ্ছে তোমাদের পিছনে। তাই, দেশের সচেতন নাগরিক হিসেবে, এই অর্থ অপচয় না হয়ে সঠিকভাবে যেন ব্যবহৃত হয় তা নিশ্চিত করা আমাদের সকলের দায়িত্ব। পরিশেষে সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভাপতি মহোদয় তার বক্তব্য শেষ করেন। সভাপতি মহোদয়ের বক্তব্য শেষে ৮৫ জন প্রশিক্ষণার্থীর মাঝে সনদপত্রের পাশাপাশি প্রধান অতিথি জনাব ড. মুহাম্মদ আব্দুল মজিদ এর লেখা “এসো বড় হতে শিখি” বইটি বিতরণ করা হয়।

প্রধান অতিথি ড. মুহাম্মদ আব্দুল মজিদ, চেয়ারম্যান এসডিএফ (ডান থেকে তৃতীয়), পাশে আছেন জনাব মো. নূরুল আমিন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসডিএফ (ডান থেকে দ্বিতীয়); জনাব মো. ফরহাদ হোসেন, পরিচালক (মানবসম্পদ ও প্রশাসন), দিশা (ডান থেকে প্রথম);জনাব মো. সহিদ উল্লাহ, প্রধান নির্বাহী, দিশা (বাম থেকে দ্বিতীয়), জনাব মো. আতিয়ার রহমান, অধ্যক্ষ (ডিআইএসটি), (বাম থেকে দ্বিতীয়), জনাব মো. শরফুদ্দিন, জেলা কর্মকর্তা, এসডিএফ (মাগুরা) এবং প্রশিক্ষণার্থী ও সহায়কবৃন্দ।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন জনাব সঞ্জয় কুমার দে, ম্যানেজার (প্রশিক্ষণ), ডিআইএসটি।

-নিজস্ব প্রতিবেদক

পিপিআরসি এর নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. হোসেন জিল্লুর রহমান এর সাথে দিশা'র প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী জনাব মো. সহিদ উল্লাহ'র সাক্ষাৎ

২রা মার্চ ২০২৫; পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টার (পিপিআরসি) এর নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. হোসেন জিল্লুর রহমান এর সাথে সাক্ষাৎ করেন দিশা'র প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী জনাব মো. সহিদ উল্লাহ। সে সময়ে উপস্থিত ছিলেন আলোঘর প্রকাশনার ব্যবস্থাপক জনাব মো. রাকিবুল হাসান ও প্রকাশনা সমন্বয়কারী জনাব মো. মুসা মিয়া। পিপিআরসি এর নির্বাহী চেয়ারম্যানকে আলোঘর প্রকাশনার পক্ষ থেকে বই উপহার দেন দিশার প্রধান নির্বাহী। এ সময় প্রধান নির্বাহী আলোঘরের কার্যক্রম সম্পর্কে তাকে অবহিত করেন এবং দিশা কার্যক্রম পরিদর্শনের জন্য আমন্ত্রণ জানান।

-নিজস্ব প্রতিবেদক

ড. হোসেন জিল্লুর রহমান, নির্বাহী চেয়ারম্যান, পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টার (পিপিআরসি) এর সাথে সাক্ষাৎ করেন দিশা'র প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রধান নির্বাহী জনাব মো. সহিদ উল্লাহ, সাক্ষাৎকালে পিপিআরসি এর নির্বাহী চেয়ারম্যানকে আলোঘর প্রকাশনার বই উপহার দেন।

দিশা'র প্রধান নির্বাহী কর্তৃক শাখা পরিদর্শন

দিশা'র প্রধান নির্বাহী জনাব মো. সহিদ উল্লাহ ০৮.০১.২০২৫ হাজীগঞ্জ-(১০) শাখা, ১৬.০১.২০২৫ বন্দর-(২৪) শাখা, ২২.০১.২০২৫ বাসন-(৪৩) শাখা, ২৯.০১.২০২৫ ভৈরব-(৪১) শাখা, ০৪.০২.২০২৫ ঝিটকা (৫৮) শাখা, ১০.০২.২০২৫ সাভার (৪৬) শাখা, ২৬.০২.২০২৫ দোহার (৯৯) শাখা, ০৪.০৩.২০২৫ নাগরপুর (৯৬), দৌলতপুর (৯৭), ঘিওর (৬০) শাখা; ০৯.০৩.২০২৫ ভুঁয়াপুর (৬৬), কালিহাতি (৬৫), ঘাটাইল (৯৫) শাখা; ১০.০৩.২০২৫ ভাঙ্গুরা (৭২), ফরিদপুর (৭১), উল্লাপাড়া (৬৮), সাঁথিয়া (৭০), শাহজাদপুর (৬৯) শাখা; ১৬.০৩.২০২৫ বড়বাড়ী (৪৪), কোনাবাড়ী (৫১) শাখা; ১৮.০৩.২০২৫ নরসিংহপুর (৪৫) শাখা; ১৯.০৩.২০২৫ উত্তরা (৫২) শাখা; ২১.০৩.২০২৫ কচুয়া (০৮) শাখা; ২৩.০৩.২০২৫ কালাকচুয়া (০৬), শাসনগাছা (১০), নুরপুর (১৭) শাখা এবং ২৪.০৩.২০২৫ ইব্রাহীমপুর (৫৩) শাখা পরিদর্শন করেন। প্রধান নির্বাহী মহোদয়ের সাথে ছিলেন জনাব চন্দন কুমার চক্রবর্তী, অতিরিক্ত পরিচালক (ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম); জনাব রইসউদ্দিন আহমেদ, সিনিয়র কো-অর্ডিনেটর (প্রশাসন), জনাব গৌতম বিশ্বাস, সিনিয়র কো- অর্ডিনেটর (প্রশিক্ষণ ও কর্মসূচি উন্নয়ন), জনাব মো. মনির হোসেন, কো- অর্ডিনেটর (প্রশাসন); জনাব মো. আলাউদ্দিন, ব্যবস্থাপক, (ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম); জনাব মো. সাইফুল ইসলাম, ব্যবস্থাপক (প্রশাসন) এবং জনাব মো. জহির রায়হান, ব্যবস্থাপক, প্রধান কার্যালয়। শাখাগুলোতে পরিদর্শনের সময় কর্মরত সকল পর্যায়ের কর্মী ও কর্মকর্তাদের সাথে বিশেষ মত বিনিময় সভায় মিলিত হন। সভায় তিনি শাখার চলমান কার্যক্রমের বর্তমান অবস্থা, অগ্রগতি, চ্যালেঞ্জ ইত্যাদি বিষয়ে অবগত হন। বিশেষ করে ঋণ আদায় হার বৃদ্ধি, নতুন বকেয়া ও সঞ্চয় খেলাপী রোধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য শাখা ব্যবস্থাপনাকে পরামর্শ প্রদান করেন। তিনি আরো বলেন, মানুষের ক্রয় সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি ঋণের চাহিদার পরিমাণ ও বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই প্রেক্ষিতে যথাযথ যাচাই-বাছাই এবং নীতিমালা মোতাবেক শাখার উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণে আরো গুরুত্ব প্রদানের পরামর্শ প্রদান করেন। শাখায় উপযোগী কর্ম পরিবেশ তৈরী ও উন্নয়নের বিষয়ে গুরুত্ব প্রদানের পরামর্শ দেন। তিনি সকলকে আরো দায়িত্বশীলতার সাথে স্ব স্ব দায়িত্ব পালন করার পরামর্শ দেন।

ইব্রাহীমপু শাখা
শাখা কোড - ৫৩

-নিজস্ব প্রতিবেদক

দিশা'র ১৯৫তম কার্যনির্বাহী পরিষদ সভা অনুষ্ঠিত

২২ মার্চ ২০২৫; দিশা প্রধান কার্যালয়ে সংস্থার ১৯৫তম কার্যনির্বাহী পরিষদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংস্থার কার্যনির্বাহী পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব সাইফুল ইসলাম চৌধুরী। সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী জনাব মো. সহিদ উল্লাহ, কোষাধ্যক্ষ কাজী নজরুল ইসলাম, কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য জনাব কাজী মাসুদ আবদুল কাদের, মিসেস শিরিন সুলতানা, জনাব মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম ও মিসেস তানিয়া আক্তার। এছাড়াও দিশা'র প্রকল্প প্রধান ও বিভাগীয় প্রধানগণও সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভার শুরুতে সভাপতি মহোদয় সবাইকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানান। সভার আলোচ্যসূচী অনুযায়ী সভা পরিচালনা করার জন্য প্রধান নির্বাহী মহোদয়কে অনুরোধ করেন। সভায় নিম্নোক্ত বিষয়সমূহের উপর আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

১. বিগত ১৮.০১.২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত ১৯৪তম সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন।
২. সংস্থার ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
৩.সংস্থার চলমান প্রকল্প সর্ম্পকে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ
৪. বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণ ও ঋণ গ্রহণের জন্য আবেদন করার বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

৫. সংস্থার নামে ব্যাংক হিসাব খোলা প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

এছাড়া অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

-নিজস্ব প্রতিবেদক

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ এর অতিরিক্ত পরিচালক (উপসচিব) কর্তৃক দিশা'র বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শনঃ

গত ১৫ মার্চ ২০২৫ খ্রিঃ বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এর অতিরিক্ত পরিচালক (উপসচিব) জনাব মোঃ মুখলেসুর রহমান, হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তা জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম দিশা প্রধান কার্যালয়, দিশা পরিচালিত পল্লবী আলোঘর পাঠাগার (জ্ঞান ও তথ্যকেন্দ্র), দিশা ইনস্টিটিউট অব সাইন্স এ্যান্ড টেকনোলজি (ডিআইএসটি) ও মাতৃভূমি ফ্যাশন পরিদর্শন করেন। দিশা প্রধান কার্যালয় পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন দিশা'র প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী জনাব মোঃ সহিদ উল্লাহ, জনাব মোঃ ফরহাদ হোসেন, পরিচালক (মানবসম্পদ ও প্রশাসন), জনাব এজিএম বদরুজ্জামান, পরামর্শক (প্রশাসন)। পরিদর্শনকালে দিশা'র সামগ্রীক কার্যক্রম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও মতবিনিময় সহ দিশা'র কার্যক্রম সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন ও এ সংক্রান্ত কাগজপত্রাদি উপস্থাপন করা হয়।

অতঃপর বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ এর অতিরিক্ত পরিচালক (উপসচিব) জনাব মোঃ মুখলেসুর রহমান ও তাঁর সাথে আগত পরিদর্শন টীম কর্তৃক ঢাকাস্থ পল্লবী আলোঘর পাঠাগার (জ্ঞান ও তথ্যকেন্দ্র), দিশা ইনস্টিটিউট অব সাইন্স এ্যান্ড টেকনোলজি (ডিআইএসটি), দিশা ট্রেনিং সেন্টার (ডিটিসি) এবং মাতৃভূমি ফ্যাশন পরিদর্শনকালে জনাব মো. হামিদুল হক, উপাধ্যক্ষ, ডিআইএসটি, জনাব সঞ্জয় কুমার দে, ব্যবস্থাপক (ট্রেনিং), জনাব গৌতম বিশ্বাস, সিনিয়র কো-অর্ডিনেটর (প্রশিক্ষণ ও কর্মসূচি উন্নয়ন), জনাব মো. আজিজুর রহমান (ব্যবস্থাপক) মাতৃভূমি ফ্যাশন, জনাব মোঃ রাকিবুল হাসান, ব্যবস্থাপক (আলোঘর কার্যক্রম) এবং অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

পল্লবী আলোঘর পাঠাগার (জ্ঞান ও তথ্যকেন্দ্র) পরিদর্শনকালে অতিরিক্ত পরিচালক (উপসচিব) জনাব মোঃ মুখলেসুর রহমান আলোঘর পাঠাগারের পাঠকদের সাথে কথা বলেন এবং পড়ালেখার সুন্দর পরিবেশ দেখে মুগ্ধ হয়েছেন মর্মে জানান। তিনি দিশা ইনস্টিটিউট অব সাইন্স এ্যান্ড টেকনোলজি (ডিআইএসটি) এর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ও সকল ল্যাব পরিদর্শন করেন এবং প্রশিক্ষনার্থীদের সাথে কথা বলেন। এ বিষয়ে তিনি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও জীবনমান উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে প্রশিক্ষনার্থীদের উৎসাহ প্রদান করেন এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে এ বিষয়ে মতবিনিময় করেন। তিনি দিশা মাতৃভূমি ফ্যাশনের তৈরীকৃত বিভিন্ন পোশাক সামগ্রী উৎপাদন এবং বিক্রয়কেন্দ্র পরিদর্শন করে সন্তোষ প্রকাশ করেন। এছাড়া পরিদর্শনকালে তিনি দিশা ট্রেনিং সেন্টার (ডিটিসি) এর কার্যক্রম সম্পর্কেও অবহিত হন। পরিদর্শনশেষে তিনি দিশা পরিচালিত সামগ্রীক কার্যক্রমের বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

-নিজস্ব প্রতিবেদক

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এর অতিরিক্ত পরিচালক (উপসচিব) জনাব মোঃ মুখলেসুর রহমান (বাম থেকে দ্বিতীয়) কর্তৃক দিশা প্রধান কার্যালয় পরিদর্শনকালে দিশা'র প্রধান নির্বাহী এর অফিস কক্ষে উপস্থিত ছিলেন দিশা'র প্রধান নির্বাহী ও প্রতিষ্ঠাতা জনাব মোঃ সহিদ উল্লাহ, পরিচালক (মানবসম্পদ ও প্রশাসন), জনাব মোঃ ফরহাদ হোসেন, বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম, প্রশাসনিক কর্মকর্তা জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম এবং দিশা'র পরামর্শক (প্রশাসন) জনাব এজিএম বদরুজ্জামান।

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এর অতিরিক্ত পরিচালক (উপসচিব) জনাব মোঃ মুখলেসুর রহমান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তা জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম দিশা ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি (ডিআইএসটি) - এর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন।

মাতৃভূমি ডেইরি ফুডস্ লিমিটেড এর ৪৭তম বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত

১৫ মার্চ ২০২৫; মাতৃভূমি ডেইরি ফুডস্ লিমিটেড (এমডিএফএল) এর ৪৭তম পরিচালনা পর্ষদ সভা প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয়, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন জনাব মো. সহিদ উল্লাহ, চেয়ারম্যান, এমডিএফএল। সভার শুরুতে তিনি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব ছালীমা নাজনীন বীথি, উপদেষ্টা, দিশা। সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন জনাব মো. ইকবাল আহসান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং পরিচালকবৃন্দ - জনাব চন্দন কুমার চক্রবর্তী, জনাব রইসউদ্দিন আহমেদ, জনাব মো. মনির হোসেন এবং এমডিএফএল এর চীফ ফাইন্যান্সিয়াল অফিসার (সিএফও) ও কোম্পানি সেক্রেটারি জনাব মো. আবু জাফর, জনাব মো. আবু বক্কর সিদ্দিক (ব্যবস্থাপক - আইন বিষয়ক), জনাব মো. আব্দুর রাজ্জাক (ব্যবস্থাপক বিক্রয়), জনাব মো. হাফিজুল ইসলাম (সহকারী ব্যবস্থাপক-বিক্রয়), জনাব মো. ইকবাল হোসেন (উর্ধ্বতন কার্যনির্বাহী)। প্রধান কার্যালয় থেকে আরো উপস্থিত ছিলেন জনাব মো. ফরহাদ হোসেন, পরিচালক (মানবসম্পদ ও প্রশাসন), দিশা এবং জনাব রুহুল বারী, সিনিয়র কো-অর্ডিনেটর (অর্থ ও হিসাব)।

সভায় নিম্নের উল্লেখিত বিষয়াদি আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়:

১। ২৫ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত ৪৬তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী নিয়ে আলোচনা ও গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহ অনুমোদন।

২। ফেব্রুয়ারি ২০২৫ শেষ হওয়া সময়ের জন্য আন- অডিটেড ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট।

৩। উৎপাদন ও বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রা অর্জন।

৪। অপারেশনাল ম্যানেজমেন্ট।

৫। কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম অগ্রগতি ইত্যাদি।

এছাড়াও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে আলোচনা ও যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

পরিশেষে সভাপতি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

-নিজস্ব প্রতিবেদক

দিশাবার্তা ত্রৈমাসিক মুখপত্র
১১তম বর্ষ, সংখ্যা ৫২, জানুয়ারি - মার্চ ২০২৫

শাখা প্রোফাইল : লাকসাম | শাখা কোড : ১৩

১৯৯৩ সালে দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়নের প্রত্যয়ে গ্রামীণ অনগ্রসর জনগোষ্ঠী বিশেষ করে গ্রামীণ নারীদের আর্থসামাজিক অবস্থার টেকসই উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সংস্থার প্রধান নির্বাহী মো. সহিদ উল্লাহর উদ্যোগে ডেভেলোপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ ফর সোশাল এডভান্সমেন্ট (দিশা) প্রতিষ্ঠিত হয়। সমাজ উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা পর্যায়ক্রমে কুমিল্লা জেলার বরকইট, চান্দিনা, বরুড়া, পয়ালগাছা, দেবিদ্বার, কালাকচুয়া শাখার সফলতা সংস্থার কার্যক্রম সম্প্রসারণকে উদ্বুদ্ধ করে এবং ১ মার্চ ২০১০ দিশার ১৩তম শাখা হিসেবে লাকসাম শাখা, জংশন বাজার উপজেলা, কুমিল্লা জেলায় শাখার কার্যক্রম শুরু হয়।

লাকসাম শাখা | উপজেলা : জংশন বাজার | জেলা : কুমিল্লা

বর্তমানে কর্মরত শাখার সকল কর্মকর্তা ও কর্মীদের তালিকা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

ক্রম. নং	শাখার বর্তমান কর্মকর্তাবৃন্দের নাম	আইডি নং	পদবি
১	মো. সামিউল হক	১৫৫১	শাখা ব্যবস্থাপক
২	রুপক সরকার	৩৭২৬	সহকারী শাখা কাম হিসাব রক্ষক
৩	উজ্জল মল্লিক	৩৭৫৬	ক্রেডিট অফিসার
৪	মো.সম্রাট হোসেন	৪৮৬৮	ক্রেডিট অফিসার
৫	প্রনব চন্দ্র দাস	৫৭৩২	ক্রেডিট অফিসার
৬	শ্রী প্রশান্ত	৫৭৩৫	ক্রেডিট অফিসার
৭	মো. নাজমুল হাসান	৩৬২৫	অফিস সহকারি

একনজরে লাকসাম শাখার ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম

সদস্য সংখ্যা
১৪৯৫ জন
নারী সদস্য - ১৪২৬ জন
পুরুষ সদস্য - ৬৯ জন

সমিতি সংখ্যা
৭৯টি

সঞ্চয়স্থিতি
৳ ১৮২৩৮২০৫

ঋণস্থিতি
৳ ৪৫৫০৮২৬৮

ঋণের খাতসমূহ

জাগরণ
ঋণী সংখ্যা : ৮১০ জন
ঋণস্থিতি : ৳ ২২৬২৬৬১০

অগ্রসর
ঋণী সংখ্যা : ৩৩৫ জন
ঋণস্থিতি : ৳ ২০০৫৩৫১৭

বুনিয়াদ
ঋণী সংখ্যা : ১২ জন
ঋণস্থিতি : ৳ ১১২৮৪৩

সুফলন
ঋণী সংখ্যা : ৩৮ জন
ঋণস্থিতি : ৳ ১৯০০০০০

ইএল
ঋণী সংখ্যা : ১ জন
ঋণস্থিতি : ৳ ৫৩০১৪৬

ওয়াটার ক্রেডিট
ঋণী সংখ্যা : ২৪ জন
ঋণস্থিতি : ৳ ২৮৫১৫২

প্রতিবেদক: মো. সামিউল হক
লাকসাম শাখা ব্যবস্থাপক।

এক নজরে দিশার ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম

দিশার ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ), বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি ব্যাংক এবং নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে দেশের ১৯টি জেলা-কুমিল্লা, চাঁদপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, মুন্সিগঞ্জ, ফেনী, কিশোরগঞ্জ, গাজীপুর, ঢাকা, লক্ষ্মীপুর, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, মানিকগঞ্জ, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম ও হবিগঞ্জ এর ১১০টি উপজেলায় ১০৪টি শাখার মাধ্যমে সংস্থার ক্ষুদ্রঋণ ও সেবামূলক কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়িত হচ্ছে।

জানুয়ারি - মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত দিশা'র ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম

বিতরণকৃত ঋণের তথ্য

ঋণের খাতসমূহ	ঋণ বিতরণ কোটি	বিতরণকৃত ঋণী সংখ্যা		
		নারী	পুরুষ	মোট
জাগরণ	৬৩.০০	১১,৩৮৪	৪০৯	১১,৭৯৩
অগ্রসর	৫৮.৮৭	৪,১১৮	৩৯৭	৪,৫১৫
সুফলন	৪.৫৬	৮৯২	১২	৪,৫১৫
বুনিয়াদ	০.১৩	১০২	৪	১০৬
ওয়াটার ক্রেডিট এডপসন	৩.৪৮	১,৩০৫	৪২	১,৩৪৭
ইএল	১৮.৭০	৯৯	১৩৮	২৩৭
সর্বমোট	১৪৮.৭৪	১৭,৮৯৯	১,০০১	১৮,৯০০

মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত দিশা'র ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম

ঋণের খাতসমূহ	সদস্য সংখ্যা	ঋণী সংখ্যা	ঋণস্থিতি (কোটি)	সঞ্চয়স্থিতি (কোটি)
জাগরণ	৯০১৭৯	৫৭৯৮৩	১৬১.৩৩	১২১.৯৮
অগ্রসর	২২৮৫৯	২১৩০৩	১৪৩.৬৯	৪৯.০১
বুনিয়াদ	১৭৩৭	১৩৬৪	১.১৯	০.৩৪
সুফলন	১২২১	১০৫২	১.৭৯	১.৮৫
আইএলএফএফ	৩৯	৩৩	০.০৮	-
ওয়াটার ক্রেডিট এডপসন	৩৮৬৫	৩৪৬৩	৫.৯০	৩.১৫
ইএল	৬৯৫	৬৪০	৪৬.৭৪	২.৭৬
সর্বমোট	১২০৫৯৫	৮৫৮৩৮	৩৭৬.৯৩	১৮৫.১৯

প্রতিবেদক: এস.এম. মেহেদি হাসান
প্রোগ্রাম অফিসার (অর্থ ও হিসাব), দিশা প্রধান কার্যালয়।

ওয়াটার ক্রেডিট এডোপশন (WCAD) প্রকল্প

ওয়াটার ক্রেডিট এডোপশন প্রজেক্ট সমাজের সুবিধা বঞ্চিত, দরিদ্র মানুষের সুপেয় পানি নিশ্চয়তার জন্য টিউবওয়েল ও স্বাস্থ্যসম্মত লেট্রিন স্থাপনের উদ্দেশ্য দিশা'র নিজস্ব তহবিল থেকে প্রকল্প চালানো হচ্ছে। নিরাপদ, সুপেয় পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত লেট্রিন স্থাপনের মাধ্যমে বিবিধ রোগ থেকে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বাঁচাতে ও সামাজিকভাবে এগিয়ে নিতে দিশা কাজ করছে এবং ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের সকল শাখার (১০২টি) সদস্যরা (ঋণী) এ প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত। বর্তমানে ১৯টি জেলার ১০২টি শাখার ২০,১৫৪ জন সদস্যদের মাঝে ১০৭০০টি টিউবওয়েল, ৯৪৫৪টি স্বাস্থ্যসম্মত লেট্রিন স্থাপন করা হয়েছে।

মতলব উ. শাখা, রংগুখা কর্মজীবী সমিতির সদস্যদের সাথে পয়ঃনিষ্কাশন ও পরিচ্ছন্নতা বিষয়ক ওরিয়েন্টেশান।

মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত সদস্যদের ওরিয়েন্টেশান কর্মসূচির আলোচ্য বিষয়সমূহ :

- নিরাপদ পানি।
- নিরাপদ পানির উৎসসমূহ।
- ভূপৃষ্ঠস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানি দূষণ কারণসমূহ।
- ভূপৃষ্ঠস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানি দূষণরোধকরণ উপায়।
- দূষিত পানি পানের ক্ষতিকর দিকসমূহ।
- বিশুদ্ধ পানি সংগ্রহ, বিশুদ্ধকরণ ও সংরক্ষণ পদ্ধতি।
- সাবান ও বিশুদ্ধ পানি দিয়ে হাত ধোয়ার সময় ও সঠিক পদ্ধতি।
- স্বাস্থ্যসম্মত লেট্রিন।
- স্বাস্থ্যসম্মত লেট্রিন ব্যবহার বদলে খোলা জায়গায় মলত্যাগে ক্ষতি/আক্রান্ত রোগসমূহ ।
- ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং সামাজিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা।
- করোনা মহামারি প্রতিরোধে বারবার সাবান দিয়ে হাত ধোয়া/ হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করা, মাস্ক পরা, নাকে, চোখে আঙ্গুল না দেওয়া, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা ও সকলকে কোভিড টিকা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা।
- ওয়াটার ক্রেডিট ঋণ গ্রহণে সমিতির সদস্যদের উদ্বুদ্ধ করা।

প্রতিবেদক : জিয়াউল আলম, সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার (ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম)

দিশা'য় সফল ক্যারিয়ার

আমি আতিকুর রহমান, আইডি নং-৬২৮। ২৫ আগস্ট ২০১২ সালে দিশা পদুয়ার বাজার শাখায় মাঠ সংগঠক হিসেবে যোগদান করি। ১ নভেম্বর ২০১৬ সালে সহকারী শাখা ব্যবস্থাপক-কাম-হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা হিসেবে পদোন্নতি পেয়ে দিশা সুজাতপুর শাখায় কর্মরত ছিলাম। ২০ ফেব্রুয়ারী ২০১৮ সালে পদোন্নতি পেয়ে বাসাইল শাখা'য় শাখা ব্যবস্থাপক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহন করি। ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮ সালে বদলি হয়ে দিশা শাহারাস্তি শাখায়, শাখা ব্যবস্থাপক হিসেবে যোগদান করি। পরবর্তীতে ৩১ আগস্ট ২০২০ সাল থেকে দিশা বরুড়া শাখায়, শাখা ব্যবস্থাপক হিসেবে অদ্যবধি কর্মরত আছি। আমি সংস্থায় যোগদান থেকে অদ্যাবধি সকল দায়িত্ব সততা ও নিষ্ঠার সাথে পালন করেছি। নানা প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে কর্মজীবনের ১৩টি বছর অতিক্রম করে ১৪ পদার্পণ করেছি।

দিশা'য় কাজের পরিসর বা অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি বলেন, দিশায় কর্ম পরিবেশ খুবই ভালো। দিশা'র আলোঘর কার্যক্রম, শিক্ষাবৃত্তি এবং চিকিৎসা সহায়তা কর্মসূচি একটি সময় উপযোগী কার্যক্রম। এছাড়াও দিশার সদস্য সন্তানদের জন্য রয়েছে কারিগরি প্রশিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণ শেষে কর্মসংস্থানের সুযোগ।

ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সহযোগিতা শুরু থেকে এখনও পেয়ে যাচ্ছি, যা দিশায় সফল ক্যারিয়ার গড়তে অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। দিশা'র সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

"তারুণ্যের উৎসব ২০২৫, এনজিও মেলা"- নরসিংদী

"এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাই" এই স্লোগানকে সামনে রেখে ১১ ফেব্রুয়ারী ২০২৫ নরসিংদী জেলায় পালিত হল "তারুণ্যের উৎসব ২০২৫ এনজিও মেলা"। নরসিংদী জেলা প্রশাসন এর উদ্যোগে আয়োজিত এই মেলায় দিশাসহ ১৯টি এনজিও এই মেলায় অংশগ্রহন করেন। মেলায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোহাম্মদ রাশেদ হোসেন চৌধুরী, মাননীয় জেলা প্রশাসক ও ম্যাজিস্ট্রেট, নরসিংদী এবং সভাপতি হিসাবে ছিলেন জনাব আবু তাহের মোঃ সামসুজ্জামান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক), নরসিংদী। মেলায় এনজিওগুলো তাদের বিভিন্ন কার্যক্রম তুলে ধরেন এবং বিনা মূল্যে প্রেসার মাপা, রক্ত পরীক্ষা, ডাইবেটিস টেষ্ট, চক্ষু চিকিৎসা সার্ভিস প্রদান করেন। অন্যান্য এনজিওর মতো, দিশা এই মেলায় অংশগ্রহণ করে এবং তাদের সকল কার্যক্রমের পাশাপাশি বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মসূচি প্রদর্শন করে। এর পাশাপশি দিশা'র সামাজিক উদ্যোগ 'আলোঘর প্রকাশনা' কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন বই, মাতৃভূমি ডেইরী ফুডস্ লিমিটেড কর্তৃক উৎপাদিত মিষ্টি এবং অনান্য বেকারী পণ্য প্রদর্শন ও সাশ্রয়ী সুলভ মূল্যে বিক্রয় করা হয়। প্রধান অতিথি, মাননীয় জেলা প্রশাসক মহোদয় দিশা'র ষ্টল পরিদর্শনকালে দিশা'র প্রতিনিধি দিশা'র সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে জেলা প্রশাসক মহোদয় ও অতিথিবৃন্দদেরকে অবহিত করেন। প্রধান অতিথি, মহোদয় দিশা'র কার্যক্রমের প্রশংসা করেন এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। দিশা'র পক্ষ থেকে মেলায় অংশগ্রহন করেন খোন্দকার রাকিবুজ্জামান, ম্যানেজার (রিসোর্স মবিলাইজেশন অ্যান্ড প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন) প্রধান কার্যালয়, ঢাকা এবং নরসিংদী জোনাল ম্যানেজার জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ ও অনান্য স্থানীয় কর্মকর্তাবৃন্দ।

নরসিংদী জেলা আয়োজিত তারুন্যের উৎসব ২০২৫ এনজিও মেলা'য় দিশা'র অংশগ্রহন এবং জনাব মোহাম্মদ রাশেদ হোসেন চৌধুরী, মাননীয় জেলা প্রশাসক ও ম্যাজিস্ট্রেট, নরসিংদী দিশা'র স্টল পরিদর্শনকালে প্রকল্প সম্পর্কে বর্ণনা করছিলেন জনাব খোন্দকার রাকিবুজ্জামান, ব্যবস্থাপক (রিসোর্স মবিলাইজেশন অ্যান্ড প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেশন), দিশা।

প্রতিবেদক : খোন্দকার রাকিবুজ্জামান, ব্যবস্থাপক, দিশা।

National Human Resource Development Fund (NHRDF) কর্তৃক ডিআইএসটি'র ল্যাব পরিদর্শন

১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৫; National Human Resource Development Fund (NHRDF) এর প্রতিনিধি মিরপুর-১২ ঢাকায় দিশা ইনস্টিটিউট অব সাইন্স এ্যান্ড টেকনোলজি (ডিআইএসটি) পরিদর্শন করেন। জনাব মো. মিজানুর রহমান, কোম্পানী সচিব, (NHRDF), ডিআইএসটি'র কম্পিউটার অপারেশন, প্লাম্বিং (পাইপ ফিটিং এন্ড স্যানিটারী ওয়ার্কস) এবং সুইং মেশিন অপারেশন (এসএমও) এই তিনটি ল্যাব পরিদর্শন করেন। ল্যাব পরিদর্শন এর সময় জনাব মো. মিজানুর রহমানকে সহায়তা করেন জনাব মো. আতিয়ার রহমান, অধ্যক্ষ ডিআইএসটি; জনাব মো. হামিদুল হক, উপাধ্যক্ষ, জনাব সঞ্জয় কুমার দে, ব্যবস্থাপক, প্রশিক্ষণ এবং জনাব মো. মোছলেম উদ্দীন, জব ক্রিয়েশন অ্যান্ড প্লেসমেন্ট অফিসার। ল্যাব পরিদর্শন করে জনাব মো. মিজানুর রহমান ডিআইএসটি'র কার্যক্রম দেখে সন্তোষ প্রকাশ এবং উদ্যোগের প্রশংসা করেন ।

উর্ধ্বতন কর্মকর্তা কর্তৃক ডিআইএসটি পরিদর্শন।

প্রতিবেদক : মো. আব্দুল কাইয়ুম
প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ডিআইএসটি।

দিশা চান্দিনা শাখায় ২২ জন স্নাতক (সম্মান)'র শিক্ষার্থীর একাডেমিক ইন্টার্নশীপ শুরু

প্রতি বছরের ন্যায় দিশা'র পক্ষ থেকে ২০২৫ সালেও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের ইন্টার্নশীপ এর সুযোগ প্রদান করা হয়েছে। এরই প্রেক্ষিতে চান্দিনা রেদোয়ান আহমেদ কলেজ ও নিমসার জুনাব আলী কলেজের সমাজকর্ম বিভাগের স্নাতক (সম্মান) ৪র্থ বর্ষের যথাক্রমে ১৩ জন ও ৯ জন শিক্ষার্থী তাদের একাডেমিক কোর্সের অংশ হিসেবে দিশা চান্দিনা শাখায় ইন্টার্নশীপ শুরু করেছে। দিশা চান্দিনা শাখার বিভিন্ন প্রকল্পে সরাসরি সম্পৃক্ত হয়ে চান্দিনা রেদোয়ান কলেজ শিক্ষার্থীরা চার মাস (জানুয়ারি-এপ্রিল ২০২৫) এবং নিমসার জুনাব আলী কলেজ শিক্ষার্থীরা তিন মাস (ফেব্রুয়ারি-এপ্রিল ২০২৫) মেয়াদি ইন্টার্নশীপ কোর্স সম্পন্ন করবেন। এই ২২ জন শিক্ষার্থী দিশা চান্দিনা শাখার শাখা ব্যবস্থাপক ও দিশা'র অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন) জনাব ইকবাল আহসান বাবলু এর সরাসরি সহায়তায় ইন্টার্নশীপ সম্পন্ন করবেন। এ সময়ে ইন্টার্নবৃন্দ দিশা পরিচালিত সকল প্রকল্পের কার্যক্রম, সামাজিক উদ্যোগসমূহ সম্পর্কে ধারনা, দিশার কর্ম পরিবেশ, ক্রেডিট অফিসারদের সহিত সরাসরি মাঠকর্ম পরিদর্শনের মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ ও অন্যান্য কার্যক্রম সম্পর্কে বাস্তব ধারনা পেতে সক্ষম হবেন। শিক্ষার্থীদের এই বাস্তবমুখী শিক্ষা তাদের একাডেমিক কোর্সের পাশাপাশি পরবর্তীতে কর্মজীবনেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সহায়ক হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। ইন্টার্নশীপ সম্পন্নকারী শিক্ষার্থীরা হলেন- চান্দিনা রেদোয়ান কলেজ এর তামান্না রহমান দিবা, বিউটি আক্তার, মোঃ আল মামুন, মেহেদী হাসান, মোঃ নুরে আলম, মোঃ জুলাশ, দীপা রাণী দাশ, ফারজানা আক্তার নীলা, উম্মে ফাউজিয়া ফেরদৌস, হ্যাপী রাণী কর্মকার, হালিমা আক্তার, লাইলী আক্তার ও জেরিন সুলতানা এবং নিমসার জুনাব আলী কলেজ এর কুলছুম আক্তার, ফাহিমা খানম, আনিকা বিনতে আলম, মেহেরুন নেছা, নাইমা আক্তার, দীপা রাণী রায়, সৈকত আহমেদ শুভ, তানজিনা আক্তার ও তোফায়েল আহমেদ। এই ইন্টার্নশীপ কার্যক্রমে দিশা প্রধান কার্যালয় থেকে সহায়তা প্রদান করছেন জনাব গৌতম বিশ্বাস, সিনিয়র কো-অর্ডিনেটর (প্রশিক্ষণ ও কর্মসূচি উন্নয়ন)।

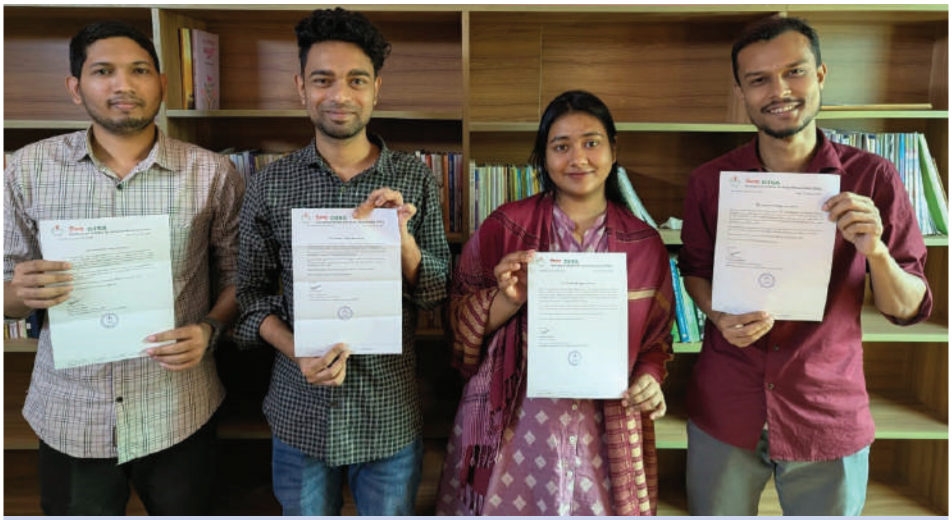

প্রশংসাপত্র হাতে উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগ, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ প্রফেশনাল (বিইউপি) থেকে ২০২৪ সালে ইর্ন্টানশীপ সম্পন্নকারী স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষার্থীবৃন্দ ।

- নিজস্ব প্রতিবেদক।

চিকিৎসা সহায়তা কর্মসূচী

দিশা ২০১২ সাল হতে নিরাপত্তা ও কল্যাণ তহবিল থেকে জটিল, দূরারোগ্য রোগে আক্রান্ত এবং মারাত্মক দূর্ঘটনায় আহত সংস্থার ঋণ কার্যক্রম অন্তর্ভূক্ত সদস্য অথবা তাদের স্বামী/স্ত্রীদের চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করে আসছে। মার্চ ২০২৫ মাসে ৬ জনকে ২৭,০০০/- টাকা চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

মাধবদী শাখার সদস্য রীনা বেগম, সদস্য নং ৬৮, নাগর বানিয়াদি কর্মজীবী মহিলা সমিতি ০২৫। সদস্য রীনা বেগমের এ্যার্লাজি জনিত কারণে শরীরে কালো হয়ে পচন রোগ দেখা দেয়। চিকিৎসক নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সদস্যকে জানান যে, তার উন্নত চিকিৎসা প্রয়োজন। সদস্য ঢাকায় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে দীর্ঘদিন চিকিৎসা সেবা নেন। সদস্য রীনা বেগম মাধবদী শাখা ব্যবস্থাপকের সাথে যোগাযোগ করেন। শাখা ব্যবস্থাপক জনাব মো. এখলাস সাখিদার তাকে চিকিৎসা সহায়তার জন্য আবেদন করার পরামর্শ দেন। তার আবেদনের প্রেক্ষিতে শাখা ব্যবস্থাপকসহ সকলের সুপারিশে রীনা বেগমকে তার চিকিৎসার জন্য এককালীন ৪,০০০/- টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

সদস্য রীনা বেগমের হাতে চিকিৎসা সহায়তা তুলে দেন দিশা মাধবদী শাখার শাখা ব্যবস্থাপক জনাব মো. এখলাস সাখিদার।

প্রতিবেদক : রিফাত আহমেদ
প্রোগ্রাম অফিসার, ব্র্যান্ডিং এন্ড কেমিউনিশেন

আলোঘর প্রকাশনার জোন ভিত্তিক স্কুল-কলেজে আয়োজিত ভ্রাম্যমান বইমেলা

মরিয়ম মেমোরিয়াল ইন্সটিটিউট, মিরপুর, ঢাকা ।

চৌধুরী স্কুল এন্ড কলেজ, আদর্শ সদর, কুমিল্লা।

সৃষ্টি সেন্ট্রাল স্কুল এন্ড কলেজ, মুন্সিপাড়া, খুলনা।

সৃজন স্কুল এন্ড কিন্ডারগার্ডেন, কাদিরগঞ্জ, রাজশাহী।

ময়মনসিংহ জেলা স্কুল, জেলা স্কুল রোড, ময়মনসিংহ।

বরিশাল আইডিয়াল স্কুল ও কলেজ, কলেজ এভিনিউ, বরিশাল।

রংপুর গভঃ পলিটেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট, রবার্টসনগঞ্জ, রংপুর।

প্রতিবেদক : মো. জসিম উদ্দিন।

এমআরএ-এমএফআই উচ্চশিক্ষা বৃত্তি প্রদান

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ)'র পরামর্শ মোতাবেক দিশা'র আর্থিক অসচ্ছল সদস্য সন্তানদের স্নাতক, স্নাতকোত্তর, ডক্টরাল ও পোস্ট ডক্টরাল পর্যায়ে গবেষণা/অধ্যায়নরত মেধাবী শিক্ষার্থীদের এমআরএ-এমএফআই উচ্চশিক্ষা বৃত্তি প্রদানকরা হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় দেশের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়/মেডিকেল/প্রকৌশল/কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়নরত সর্বমোট ৩৪ জন মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাসিক ভিত্তিতে মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত ৩৩,৯০,০০০ টাকা এমআরএ-এমএফআই উচ্চশিক্ষা বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে ২৬ জন শিক্ষার্থীকে মাসিক ভিত্তিতে মোট ১১৭,০০০/- টাকা শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। নিম্নে উচ্চ শিক্ষাবৃত্তি প্রাপ্তদের তালিকা তুলে ধরা হলো :

ক্রঃ নং	শিক্ষার্থীর নাম	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	বিষয়	বর্ষ/সেমিষ্টার
১	কাজী লামিয়া সুলতানা	ঢাকা মেডিকেল কলেজ	এমবিবিএস	এমবিবিএস ৪র্থ বর্ষ
২	মোসা. ফাহমিদা আকতার	নওগাঁ মেডিকেল কলেজ	এমবিবিএস	এমবিবিএস শেষ বর্ষ
৩	আব্দুল্লাহ	ঢাকা মেডিকেল কলেজ	এমবিবিএস	এমবিবিএস ৪র্থ বর্ষ
৪	মো. ইকতার আলী	শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ	এমবিবিএস	এমবিবিএস ৪র্থ বর্ষ
৫	আজহারুল ইসলাম	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং (ইইই)	অনার্স ৩য় বর্ষ
৬	মো. আরমান বেপারী	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	এল.এল.বি	অনার্স ৩য় বর্ষ
৭	শাহিন মিয়া	বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	Materials and Metallurgical Engineering	অনার্স ২য় বর্ষ
৮	আল আমিন খান	কাজী নজরুল ইসলাম বিশবিদ্যালয়	নৃ-বিজ্ঞান	শেষ বর্ষ
৯	শ্যামা রায় বর্ষা	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	ফিন্যান্স	অনার্স ৩য় বর্ষ
১০	রিভা আক্তার	বেগম রোকেয়া বিশবিদ্যালয় (রংপুর)	ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেসন সিস্টেম (বিবিএ)	অনার্স ৪র্থ বর্ষ
১১	মোহাম্মদ ইস্রাফীল	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	আরবী	অনার্স ৩য় বর্ষ
১২	লাবনী আক্তার	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সংস্কৃত	অনার্স ৪র্থ বর্ষ
১৩	আনিছুর রহমান	স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ	Bachelor of Dental Surgery (BDS)	বিডিএস শেষ বর্ষ
১৪	মো. শিমুল ভূইয়া	রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (রুয়েট)	কেমিক্যাল এ্যান্ড ফুড প্রসেস ইঞ্জিনিয়ারিং	অনার্স ২য় বর্ষ
১৫	সাজিদুল ইসলাম	রাজশাহী প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (রুয়েট)	সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং	অনার্স ৩য় বর্ষ
১৬	জান্নাতুল মাওয়া মীম	পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	Animal Science & Veterinary Medicine (ASVM)	এএসভিএম ৪র্থ বর্ষ
১৭	মো. রাসেল মোড়ল	খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়	এগ্রোটেকনোলজি	অনার্স ২য় বর্ষ
১৮	মিল্লাতুন নাহার মিতু	হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	ইংরেজী	অনার্স ২য় বর্ষ
১৯	মো. আব্দুর রহমান	ঢাকা মেডিকেল কলেজ	এমবিবিএস	এমবিবিএস ৪র্থ বর্ষ
২০	রিয়া কুন্ডু	গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	বাংলা	অনার্স ২য় বর্ষ
২১	নাহিদা সুলতানা	নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	ফার্মেসী	অনার্স ২য় বর্ষ
২২	উম্মে হানি শ্রাবনী	শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	ইংরেজী	অনার্স ২য় বর্ষ
২৩	নাজমা আকতার	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি	অনার্স ৪র্থ বর্ষ
২৪	মো. রাকিবুল হাসান ফয়েজ	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	ইতিহাস	অনার্স ২য় বর্ষ
২৫	প্রতিক বিশ্বাস	বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)	ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং (ইইই)	অনার্স ১ম বর্ষ
২৬	সাবিহা বিনতে বৃষ্টি	ঢাকা মেডিকেল কলেজ	এমবিবিএস	এমবিবিএস ১ম বর্ষ

প্রতিবেদক : রিফাত আহমেদ।

দিশা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (ডিটিসি) সংবাদ

দিশা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (ডিটিসি) দিশা'র একটি সহযোগী সংগঠন। ডিটিসি মানব সম্পদ উন্নয়নে বিভিন্ন ধরনের এবং প্রয়োজনীয় সামর্থ্য ও সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে। বর্তমানে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ০২টি হল/মিটিং/কনফারেন্স রুম এবং ১৩ টি শীততাপনিয়ন্ত্রীত কক্ষে ৩১ জনের আবাসন সুবিধা রয়েছে। অত্র প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে সংস্থার বিভিন্ন স্তরের কর্মীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, সেমিনার, কর্মশালা, সভা আয়োজন করা হচ্ছে। দেশের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সমূহ দিশা ট্রেনিং সেন্টারে বিভিন্ন প্রশিক্ষন, সভা, সেমিনার, কর্মশালা পরিচালনা করছে। জানুয়ারি-মার্চ ২০২৫ প্রান্তিকে ০৯ টি সংগঠন/সংস্থার ১২ টি বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। যাতে সর্বমোট ৩৭৮ জন অংশগ্রহণকারী ছিলেন, যার মধ্যে ২৫২ জন পুরুষ এবং ১২৬ জন নারী।

২৫.০১.২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত রেড ক্রিসেন্ট প্রাক্তন কর্মকর্তা ফোরমের ১২শ নির্বাহী ও উপদেষ্টা পরিষদ যৌথ সভা ।

সনদ বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি, প্রশিক্ষণার্থী ও সহায়কবৃন্দ।

সংগঠনভিত্তিক বিবরণ :

ক্রম #	সংস্থা/সংগঠন	কর্মসূচী সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা			কর্মসূচী শিরোনাম
			পুরুষ	নারী	মোট	
০১	Breaking The Silence (BTS)	০১ টি	৩৯	১৮	৫৭	Learning Sharing Workshop
০২	MIDAS	০১ টি	২৫	-	২৫	ক্ষুদ্র যুব উদ্যোক্তা উন্নয়নে ব্যবসা ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ
০৩	SERAC Bangladesh	০১ টি	১২	১৭	২৯	Volunteer Orientation
০৪	Acid Survivors Foundation (ASF)	০১ টি	৮	১৬	২৪	Refresher Training on Mental Health and Trauma Management
০৫	Access Bangladesh Foundation (ABF)	০১ টি	১০	১৪	২৪	Soft Skills Training for NEET Youth
০৬	Red Crescent Ex-Officers Forum (RCXOF)	০১ টি	১৮	২	২০	Executive and Advisory Committee Joint Meeting
০৭	SERAC Bangladesh	০১ টি	৮	১৬	২৪	Volunteer Orientation
০৮	Max Foundation	০১ টি	২৬	৫	৩১	Workshop on Progress Review-2024 and Planning-2025
০৯	SERAC Bangladesh	০১ টি	৯	১৯	২৮	Volunteer Orientation
১০	Universal LPS Gas	০১ টি	৬	-	০৬	Corporate Sales Meeting
১১	DISA Institute of Science and Technology (DIST)	০১ টি	৮০	-	৮০	Certificate Distribution Ceremony
১২	SERAC BD	০১ টি	১১	১৯	৩০	Volunteer Orientation (10.03.2025)
	সর্বমোট:	১২ টি	২৫২	১২৬	৩৭৮	

এ ছাড়াও দিশার ০৩ জন কর্মকর্তা অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন।

নাম	পদবী	কোর্সের শিরোণাম	সময়কাল	আয়োজক সংস্থা
মোঃ নাজিম উদ্দিন	এরিয়া ম্যানেজার (মাইক্রোক্রেডিট)	"Leadership Development for Microfinance Operations"	১২-১৪ জানুয়ারি ২০২৫	ক্রেডিট এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরাম (সিডিএফ)
মোঃ আব্দুল হান্নান	এরিয়া ম্যানেজার (মাইক্রোক্রেডিট)	"Basic Monitoring for MFIs"	১৬-১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫	ক্রেডিট এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরাম (সিডিএফ)
মোঃ হাসানুজ্জামান	ব্রাঞ্চ ম্যানেজার (মাইক্রোক্রেডিট)	"Risk Management Toolkits for MFIs"	১৬-১৮ মার্চ ২০২৫	ক্রেডিট এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরাম (সিডিএফ)

স্বাস্থ্য কথা : কোন ধরনের মানসিক সমস্যায় মেডিটেশন কার্যকর ~

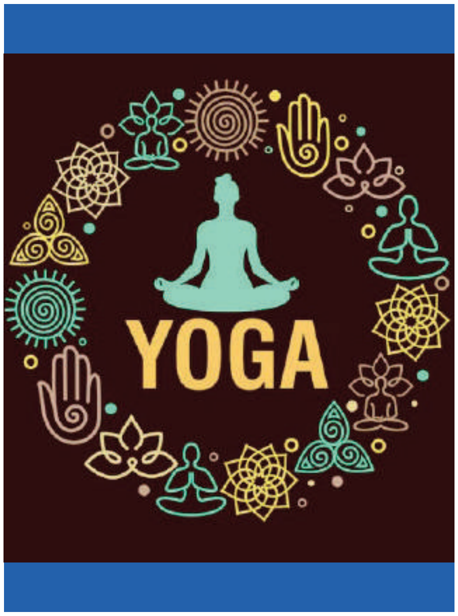

বর্তমানে মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে সচেতনতা বেড়েছে। সেই সঙ্গে প্রতিনিয়ত বাড়ছে উদ্বেগ, বিষণ্নতা ও মানসিক চাপে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যাও। মেডিটেশন একসময় শুধু আধ্যাত্মিক বা ঐতিহ্যগত অনুশীলন হিসেবে বিবেচিত হতো। কিন্তু আধুনিক চিকিৎসা ও গবেষণা প্রমাণ করেছে, বৈজ্ঞানিকভাবে মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি করতে পারে এটি।

মেডিটেশন ও মস্তিষ্কের বৈজ্ঞানিক পরিবর্তন: বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে, নিয়মিত মেডিটেশন মস্তিষ্কের গ্রে ম্যাটারের ঘনত্ব বৃদ্ধি করে, যা স্মৃতিশক্তি ও মনোযোগ বৃদ্ধিতে এবং আবেগ নিয়ন্ত্রণে সহায়ক। হার্ভার্ড মেডিকেল স্কুলের গবেষণায় দেখা গেছে, মেডিটেশন মস্তিষ্কের অ্যামিগডালা (যা উদ্বেগ ও ভয় নিয়ন্ত্রণ করে) কম সক্রিয় করে। ফলে চাপ ও দুশ্চিন্তা কমে।

কোন মানসিক সমস্যায় মেডিটেশন কার্যকর

বিভিন্ন ধরনের মানসিক সমস্যাতেই মেডিটেশন কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

উদ্বেগ ও স্ট্রেস: মেডিটেশন কর্টিসল হরমোনের মাত্রা কমিয়ে দেয়, যা মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

বিষণ্নতা: নিয়মিত মেডিটেশন সেরোটোনিন ও ডোপামিনের নিঃসরণ বাড়িয়ে মনোবল বৃদ্ধি করে এবং নেতিবাচক চিন্তা কমায়।

এডিএইচডি: মেডিটেশন শিশুদের মনোযোগ ও সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি করতে পারে, যা এডিএইচডিতে বিশেষ কার্যকর।

পিটিএসডি ও ট্রমা: মেডিটেশন ট্রমার স্মৃতিগুলোর নেতিবাচক প্রভাব কমিয়ে মানসিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সাহায্য করে।

ঘুমের সমস্যা: মেডিটেশন শরীর-মনে গভীর শিথিলতা সৃষ্টি করে, যা ভালো ঘুমের জন্য সহায়ক।

মেডিটেশন শুধু মানসিক রোগের উপসর্গ কমানো নয়; বরং দৈনন্দিন জীবনেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। বিশেষ করে শিক্ষার্থী, কর্মজীবী ও মানসিক চাপগ্রস্থ ব্যক্তিরা যখন নিয়মিত মেডিটেশন করেন, তখন তাঁরা উদ্বেগ নিয়ন্ত্রণ, আবেগের স্থিতিশীলতা ও মনোযোগ বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য উন্নতি দেখেন।

মেডিটেশন শুরু করবেন কীভাবে-

ডিপ ব্রিদিং এক্সারসাইজ: গভীর শ্বাস নিন, ৪ সেকেন্ড ধরে রাখুন, ধীরে ধীরে ছাড়ুন। এটি মস্তিষ্কে অক্সিজেন সরবরাহ বাড়ায় এবং স্নায়ুকে শিথিল করে।

মাইন্ডফুলনেস মেডিটেশন: চোখ বন্ধ করে বসুন এবং আপনার শ্বাসপ্রশ্বাসের ওপর মনোযোগ দিন। কোনো ভাবনা এলে সেটি এড়িয়ে না গিয়ে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করুন। বর্তমান মুহূর্তের ওপর মনোযোগ দিতে শিখুন।

বডি স্ক্যান মেডিটেশন: ধীরে ধীরে নিজের শরীরের প্রতিটি অংশ অনুভব করুন। কোন অংশে টান বা ব্যথা অনুভূত হচ্ছে, সেটি পর্যবেক্ষণ ও শিথিল করুন।

গাইডেড মেডিটেশন: অডিও বা ভিডিওর মাধ্যমে কোনো প্রশিক্ষকের নির্দেশনা অনুসরণ করুন। এটি নতুনদের জন্য খুবই কার্যকর।

শেষ কথা : মেডিটেশন বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত একটি কার্যকর মানসিক সুস্থতার কৌশল। মানসিক চাপ, উদ্বেগ, বিষণ্নতা ও ঘুমের সমস্যা কমানোর পাশাপাশি এটি মস্তিষ্কের গঠনগত পরিবর্তন এনে আত্মনিয়ন্ত্রণ ও আবেগ ব্যবস্থাপনায় সহায়তা করে। সুস্থ ও সুন্দর আত্মনিয়ন্ত্রণের জন্য আপনার প্রতিদিনের অভ্যাসের অংশ করে নিতে পারেন মেডিটেশনকে।

সূত্র: প্রথমআলো

অমৃতবাণী :

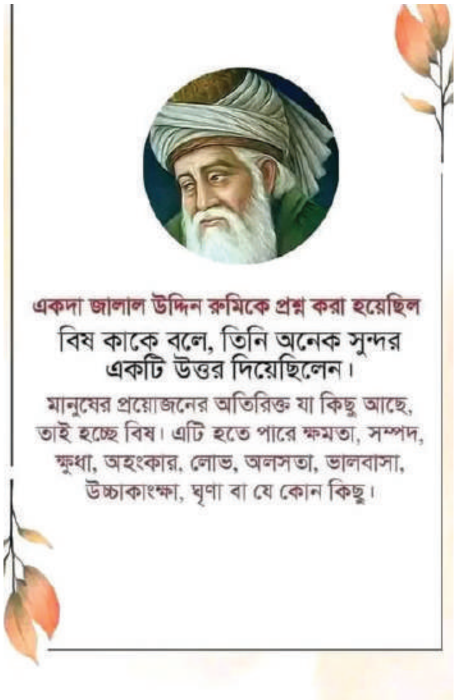

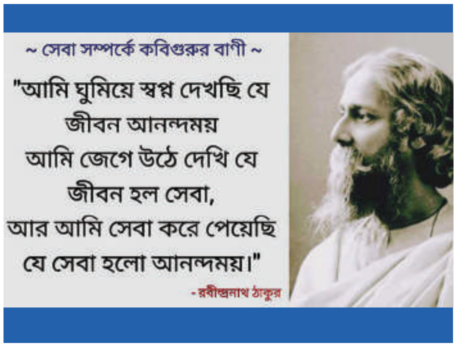

ক্যারিয়ার : নতুন চাকরিতে ১০ ভুল এড়িয়ে চলুন ~

যে নতুন গ্র্যাজুয়েটেরা সবেমাত্র তাদের প্রথম চাকরি শুরু করেছেন তাদের জন্য বিশাল সুযোগ অপেক্ষা করছে। পাশাপাশি কিছু চ্যালেঞ্জও রয়েছে। তাদের শক্তি এবং নবীন দৃষ্টিভঙ্গি নতুন নিয়োগকর্তাদের জন্য মূল্যবান অবদান রাখতে তাদের জন্য সহায়ক হয়। তবে অভিজ্ঞতার অভাব এবং অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের কারণে তাদের পথচলা শুরুতেই একটু কঠিন হয়ে পড়তে পারে। নতুন খেলার মাঠে খেলতে নেমেছে তা বুঝতে না পরাটাই তাদের জন্য সবচেয়ে বড় ভুল। তবে, হ্যাঁ, এটাও সত্যি যে, তাদের এই চাকরির জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে। আর তারা সেখানে পৌঁছানোর জন্য কঠোর পরিশ্রমও করেছেন। কিন্তু কর্পোরেট জীবন সম্পূর্ণতই ভিন্ন এক খেলার মাঠ।

নতুন গ্র্যাজুয়েটরা তাদের প্রথম চাকরিতে সবচেয়ে বেশি যে ভুলগুলো করেন তার ১০টি হলো -

১. যথেষ্ট প্রশ্ন করেন না : নতুন কিছু শেখার সবচেয়ে ভালো উপায় হলো, প্রশ্ন করা। চাকুরিতে যোগদানের প্রথম কয়েক সপ্তাহ এবং মাস প্রশ্ন করার যথাযথ সুযোগ তৈরী করে দেয়। চাকুরিতে নতুন যোগদানকারী কর্মীরা মূলত এই ভয়ে প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকেন যে এতে হয়তো তাদের বোকা বা ঔদ্ধত্যপূর্ণ ভাবা হবে। কিন্তু কোনো কিছু জানার সময় পার হয়ে যাবার আগেই সে সর্ম্পকে প্রশ্ন করা ভালো।

২. প্রতিক্রিয়া জানতে চান না : নতুন কিছু শেখার আরেকটি উপায় হলো প্রতিক্রিয়া জানতে চাওয়া। মূলত ম্যানেজার এবং সিনিয়র সহকর্মীরাই চাকরিতে নতুন যোগদানকারী কর্মীদের তাদের কাজের মূল্যায়ন সম্পর্কিত তথ্য জানান। কিন্তু এমনটা না ও হতে পারে। সুতরাং নতুন কর্মীদের নিজে যেচে গিয়েই তাদের কাজের মূল্যায়ণ সর্ম্পকে জানাতে হবে। বিশেষ করে নতুন কোন প্রেজেন্টেশন বা প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়ার পর পরই নিজের কাজের উন্নতি সর্ম্পকে প্রতিষ্ঠানের মূল্যায়ন কী তা জানতে চাওয়া উচিত নতুন কর্মীদের। তবে অনেক সময় নতুন কর্মীরা নিজেদের কাজ নিয়ে একটু বেশি আত্মবিশ্বাসী হওয়ার কারণে বা এতে যে তাদের দ্রুত উন্নতি হবে, তা না বোঝার কারণেই নিজেদের কাজের উন্নতি সর্ম্পকে প্রতিষ্ঠানের মূল্যায়ন জানতে চান না।

৩. দেরিতে কাজ করেন : নতুন গ্র্যাজুয়েটদের উদ্যম বেশি থাকে। আর পরেও তাদের বাড়তি কোনো দায়িত্ব পালন করতে হয় না। কিন্তু তা সত্বেও চাকরিতে যোগদানের পর নতুন গ্র্যাজুয়েটরা কাজে দেরি করেন। প্রকৃতপক্ষে দেরি করার মানে হলো তারা তাদের সময়ের যথাযথ ব্যবহার করছেন না। তবে এমনও সময় আসতে পারে যখন নির্দিষ্ট সময়সীমার জন্য তাদের দেরি করতে হতে পারে। কিন্তু প্রতিদিনই দেরি করার কোন অর্থ হয় না।

৪. নিজেদের যত্ন নেন না : তরুণ বয়সে হয়তো স্বেচ্ছাচার করেও বেঁচে থাকা সম্ভব। কিন্তু স্বাস্থ্যের যত্ন না নেওয়াটা একটা বড় ভুল। ভালো খেতে না পারা, শরীরচর্চা না করা এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে না ঘুমালে তরুণ পেশাজীবীদের শুধু নিজেদের স্বাস্থ্যেরই ক্ষতি হয় না, এতে কর্মস্থলেও খারাপ প্রভাব পড়ে। ফলে তাদের ইমেজ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এমনকি এতে তাদের পারফরমেন্সও বাজে হয়।

৫. বসের প্রত্যাশ্যাগুলো পরিষ্কার করে জানেন না : অফিসে নিয়মিত দেরি করে কাজ করার কারণ হতে পারে বসের প্রত্যাশাগুলো কী তা পরিষ্কার করে না জানা। অনেক সময় কোনো একটি কাজ সম্পন্ন করতে ঘন্টার পর ঘন্টা গবেষণা এবং দীর্ঘ পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের দরকার হয়। আবার অনেক সময় অনুমানের ভিত্তিতে বিশ্লেষণের মাধ্যমেই তা সম্পন্ন করা যায়। বসের প্রত্যাশাগুলো পরিষ্কার করে না জানাটা আরেকটি ভুল। এতে বসের প্রত্যাশাগুলো কখনোই ছাড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না।

৬. নতুন উদ্ভাবনের চেষ্টা করেন : তাদের মধ্যে ধারনা থাকে, তাদের কাজ একবারে শতভাগ মৌলিক হতে হবে। কিন্তু সত্য হলো, অন্য কোম্পানি, ব্র্যান্ড বা প্রকল্পগুলো থেকেও অনেক কিছু শেখার আছে। ওই উদাহরণগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত না করা এবং সেগুলো থেকে অর্জিত অন্তর্দৃষ্টি কাজে না লাগানো একটি বড় ভুল। অথচ এর মাধ্যমেই তারা চাইলে আরো ভালো অনুমান এবং আরো যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন।

৭. পুশব্যাক করেন না : নতুন গ্র্যাজুয়েট হিসেবে নিজের পছন্দকে প্রাধান্য না দিয়ে যা করতে বলা হয় তা মেনে নেওয়াটাই উত্তম। তবে নিজের সামর্থ্যের বেশি দায়িত্ব গ্রহণ বা অন্যের দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে নেওয়াটাও ভুল। ফলে অনেক সময় অযৌক্তিকভাবে নির্ধারিত সময়সীমার বিরুদ্ধাচরণ করা উচিত। অথবা আপনি বিশেষ কোনো কর্মপ্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে বির্তক করতে পারেন। বিশেষ কোনো প্রকল্পের কাছাকাছি চলে এসেছেন, এমন জ্ঞান থেকেই এটা করতে পারেন।

৮. কোনো সমস্যা দৃষ্টিগোচরে আনতে চান না : ঔদ্ধত্য বা পুরো দায়দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে- এমন ভুল ধারনা থেকে নতুন গ্র্যাজুয়েটরা প্রায়ই কোনো সমস্যা দৃষ্টিগোচরে আনতে চান না। কিন্তু চুপ করে থাকলে আপনার বস আপনাকে সহায়তা করতে পারবে না বা সমস্যাটি ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে জানাতে পারবেন না। সমস্যা হতেই পারে এবং এ জন্য দোষী সাব্যস্ত হওয়ার কোনো কারণ নাও থাকতে পারে। কিন্তু সমস্যা আছে তা স্বীকার করে নেওয়াটাই উত্তম এবং সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করার দায়িত্ব নেওয়াও ভালো। সমস্যাকে অগ্রাহ্য করা বা নিজে নিজেই তা সমাধানের দায়িত্ব নেওয়া ঠিক নয়।

৯. কোনো বিষয়কে বেশি জটিল করে তোলেন : নতুন কর্মীরা কোনো সমস্যার সরল সমাধান না করে বরং বিস্তারিত সমাধান করতে গিয়ে সেটিকে আরো জটিল করে তোলেন। তারা প্রতিটি সম্ভাব্য সমাধান প্রকৃতি একীভূত করতে চান এবং প্রতিটি ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্যপট অর্ন্তভূক্ত করতে চান। এ জন্য তারা দীর্ঘ পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশান তৈরি করেন বা একের পর এক টেক্সট প্যারাগ্রাফ তৈরী করেন। এতে ব্যবস্থাপনা আরো বেশি বিভ্রান্ত হয়।

১০. নতুনরা বৃহৎ পরিপ্রেক্ষিতটা দেখেন না : নতুন গ্র্যাজুয়েটরা তাদের কাজকে খুবই গুরুত্বের সঙ্গে নেন। তারা সহজেই নিজেদের প্রকল্পে আটকেও পড়তে পারেন। এর পেছনে তাদের মধ্যে এই ধারণা কাজ করে যে তাদের প্রকল্পটাই বুঝি সব। পাশাপাশি টিমের অন্য সদস্যদের বিশেষ প্রকল্প সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে হয়রানির মধ্যে ফেলা বা বৃহত্তর প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়গুলোকে উপেক্ষা করেন নতুনরা। কিন্তু বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতটা বুঝতে পারলে অন্যদের সহায়তা পাওয়া সহজ হয়।

সূত্র: বিজনেস ইনসাইডার
অনুলিখন: গৌতম বিশ্বাস

আলোঘর কার্যক্রম

১) আলোঘর লাইব্রেরী: আলোঘর লাইব্রেরী হলো দিশা'র সর্বাধিক জনপ্রিয় সামাজিক সেবা কার্যক্রম। আলোঘর লাইব্রেরীর মাধ্যমে সমাজের বঞ্চিত শিশুসহ সকল ছাত্র-ছাত্রী ও জনসাধারণ বই পড়ার সুযোগ পায়। বর্তমানে আলোঘর পল্লবী ও আলোঘর চান্দিনার কার্যক্রম খোলা রয়েছে।

২) কৃষি ও পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্প (আলোঘর নার্সারী) ঃ আলোঘর নার্সারীর কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২০২৫ সালে নতুন করে ৫০ হাজার অকলম চারা উৎপাদন করার পরিকল্পনা করা হয়েছে ।

৩) দিশা আলোঘর শিক্ষাবৃত্তি : ডোনারদের নিকট হতে শিক্ষাবৃত্তি সংগ্রহের প্রচেষ্টা জোরদার করা হয়েছে। ইতিমধ্যে ৪ জন শিক্ষার্থীকে মাসিক ১১০০০ করে যথাক্রমে ২০০০/- ও ৩০০০/- টাকা করে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।

৪) এমআরএ এমএফআই উচ্চশিক্ষাবৃত্তি : অক্টোবর-২০২১ থেকে বঙ্গবন্ধু উচ্চ শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। অক্টোবর-২১ থেকে মার্চ-২০২৫ পর্যন্ত সর্বমোট ৩৪ জনকে ৩৩,৯০,০০০ টাকা প্রদান করা হয়। বর্তমানে ২৬ জনকে প্রতি মাসে ১ লক্ষ ১৭ (হাজার) টাকা প্রদান করা হচ্ছে।

৫) আলোঘর প্রকাশনা কার্যক্রম: আলোঘর প্রকাশনা "প্রতিদিন বইমেলা প্রতিজনে একটি বই" এই শ্লোগানে ২০১৭ সাল থেকে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভ্রাম্যমাণ বইমেলার আয়োজন করে আসছে। বিভিন্ন জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বই মেলা কার্যক্রম করা হচ্ছে। যোন-১ ঢাকা, যোন-২ ময়মনসিংহ, যোন-৩ খুলনা, যোন-৪ কুমিল্লা, যোন -৫ রাজশাহী, ৬-রংপুর ও ৭-বরিশাল।

আলোঘর লাইব্রেরী, বর্ধিত পল্লবী, মিরপুর-১১.৫, ঢাকা।

আলোঘর প্রকাশনার ভ্রাম্যমাণ বইমেলা

হোপ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, মিরপুর, ঢাকা ।

আলোঘর নার্সারী

আলোঘর প্রকাশনার নতুন বই

আলোঘর প্রকাশনা

২৫%
একত্রে ৫টি বই কিনলে
কুরিয়ার চার্জ ফ্রি

মূল্য : ৩২০ মূল্য : ৫০০ মূল্য : ৩০০

মূল্য : ৩৫০ মূল্য : ২৫০ মূল্য : ২০০ মূল্য : ১৬০ মূল্য : ২২০

মূল্য : ১৩০ মূল্য : ২০০ মূল্য : ১৬০

যোগাযোগ

ই/৭, বর্ধিত পল্লবী, মিরপুর-১১.৫, ঢাকা
মোবাইল :০১৭৬১-৪৯২৫৬৪

কনকর্ড টাওয়ার, কাঁটাবন বেসমেন্ট, ঢাকা
মোবাইল : ০১৭০৯-৩৮৯০৭৪

খান মঞ্জিল, হাউজ-১১৮৫
জিয়া সড়ক, নথুল্লাবাদ, বরিশাল।
মোবাইল: ০১৭০১-২৬১১০১

৪৬০, জাহানারা কুটির, ধর্মপুর,
পশ্চিম চৌমুহনী, আদর্শ সদর, কুমিল্লা
মোবাইল: ০১৭০১-২৬১১০৪

২২/১ গগণবাবু রোড
নতুন বাজার, খুলনা।
মোবাইল: ০১৭০১-২৬১১০৫

হাউজ ৬০, রোড-৩,
নিউ আদর্শপাড়া, রংপুর।
মোবাইল: ০১৭০১-২৬১১০০

১৯১, দাশপুকুর, রাজপাড়া
রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন, রাজশাহী
মোবাইল: ০১৭০১-২৬১১০৬

৭৬/৮, বাঘমারা
ব্রাহ্মপল্লী রোড, ময়মনসিংহ
মোবাইল: ০১৭০১-২৬১০৯০

আলোঘরের বই কিনতে অনলাইনে ভিজিট করুন
www.rokomari.com/aloghar
aloprokashana@aloghar.org

DISA পরিচালিত একটি সামাজিক উদ্যোগ

মাতৃভূমি® মিষ্টি

বিশুদ্ধতায় ও বিশ্বস্ততায়

DISA পরিচালিত একটি সামাজিক উদ্যোগ

SHOWROOM CONTACT

চান্দিনা, কুমিল্লা ০১৭৬১-৪৯২৫৫৪	চান্দিনা-২, কুমিল্লা ০১৭০৮৪৪৯৮৫৯	রেইসকোর্স, কুমিল্লা ০১৭৬১-৪৯২৫৬২
ইপিজেড রোড, কুমিল্লা ০১৭০৮-৪৪৯৮০১	দাউদকান্দি, কুমিল্লা ০১৭০৮-৪৪৯৮০৪	বনশ্রী, ঢাকা ০১৭০৮-৪৪৯৮০০
বরুড়া, কুমিল্লা ০১৭০৮-৪৪৯৮০২	পল্লবী, মিরপুর ১১.৫, ঢাকা ০১৭৬১-৪৯২৫৬৩	কচুয়া, চাঁদপুর ০১৭০৮-৪৪৯৮৭৩
লাকসাম, কুমিল্লা ০১৭০৮-৪৪৯৮৭২	f :MatribhumiDairy | www :www.mdflbd.com	

অতিথি আপ্যায়ন, বিয়ে, গায়ে হলুদ, জন্মদিন, পারিবারিক, সামাজিক ও কর্পোরেট অনুষ্ঠানে মিষ্টি, দুধ ও বেকারি পণ্য আকর্ষণীয় প্যাকেটে সরবরাহ করা হয়।

যোগাযোগ করুন ০১৭০৮ ৪৪৯৯৪৮ ০১৭৬১ ৪৯২৫৫১

দিশা ইনস্টিটিউট অব সাইন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (ডিআইএসটি)

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক নিবন্ধিত, কোড-৫০৮২৭

মাদবর টাওয়ার, প্লট-১১, এভিনিউ - ২, ব্লক - সি, মিরপুর - ১২, ঢাকা - ১২১৬।
■ ভর্তিসংক্রান্ত যোগাযোগ: ০১৭০৮-৪৪৯৯৫০
অধ্যক্ষ: ০১৭০৮-৪৪৯৮৬৭, উপাধ্যক্ষ: ০১৭০৯-৩৮৯০৯৫
ই-মেইল: dist@disabd.org

since 1993 | **DISA** পরিচালিত একটি সামাজিক উদ্যোগ

ইলেকট্রিক্যাল ইন্সটলেশন এন্ড মেইনটেনেন্স

রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার কন্ডিশনিং

মেকানিক্যাল ফিটিং

কম্পিউটার অপারেটিং

কনজুমার ইলেকট্রনিক্স

প্লাম্বিং

মোটরসাইকেল সার্ভিসিং

সুইং মেশিন অপারেশন

মাতৃভূমি ফ্যাশন

মিরপুর-১২
নুর ইসলাম মোল্লা এভিনিউ-৫, সুজাত নগর,
পল্লবী, মিরপুর-১২ (রাইজ ও মিনিসোর বিল্ডিং, নিচ তলা)
+৮৮০ ১৭০৮ ৪৪৯৮৫৭

ফ্যাক্টরী আউটলেট
মাদবর টাওয়ার, প্লট-১১ এভিনিউ-২, ব্লক-সি,
মিরপুর-১২
+৮৮০ ১৭০৯৩৮৯৩৮৩

DISA পরিচালিত একটি সামাজিক উদ্যোগ
f : Matribhumifashionbd : matribhumifashion.com
Hotline : ০১৭৬১৪৯২৫৫৭

দিশাবার্তা

সম্পাদক : মো. সহিদ উল্লাহ
নির্বাহী সম্পাদক : গৌতম বিশ্বাস

সদস্য : রোকনুজ্জামান খান
তাহমিনা আক্তার
রিফাত আহমেদ

ডেভেলাপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ ফর সোশাল এডভান্সমেন্ট (দিশা)

ঠিকানা : ই/১০, বর্ধিত পল্লবী, মিরপুর-১১½, ঢাকা-১২১৬, বাংলাদেশ।
ফোন : +৮৮ ০২ ৫৮০৫২৪১০
মোবাইল : +৮৮০ ১৭৩৩২১৯৯০০
ই-মেইল : info@disabd.org
www.disabd.org